OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 49
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 412 - 419
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 412 - 419
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

আলফা স্থানান্তরণ : বাক্যের বৈচিত্র্য এবং সামাজিক ও মানসিক ভাবনার অধিজগত

প্রণতি ঘোষ
গবেষক, বাংলা বিভাগ
ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: pronatighosh7@gmail.com
0009-0006-0553-9349

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Chomsky, Core Grammar, P & P, Projection Principle, Alpha movement, Socio-linguistics, Psycho-linguistics.

Abstract
Since the publication of Noam Abraham Chomsky's book "Syntactic Structures" in the United States in 1957, the trend of Generative Linguistics, a scientific method of language analysis that followed traditional linguistics, has rapidly spread throughout the world. And later on, Chomsky's theories also evolved. In the evolution of Chomsky's theory, it can be seen that he is creating multiple rules for sentence analysis such as Finite State Grammar, Phrase Structure Grammar, Transformational Grammar. And on the path of evolution, in 1981, he presented an innovative method of sentence formation, the Projection Principle, in his book Lectures on Government & Binding, P & P theory. In which we get the idea of core grammar. Where a sentence reaches from D-Structure to S-Structure by being bound by multiple rules like Binding Theory, Bounding Theory, Case Theory, Theta Theory, Projection Principle. And during this movement, there are several alpha movements within the sentence. By alpha movement, Chomsky means any kind of change within a sentence. That is, in the book Aspects of the Theory of Syntax, we found four types of changes in sentence structure, and in addition to them, any change in the middle of the sentence when coming from D-structure to S-structure will be identified as alpha movement. Sentences created as a result of alpha movement are often constructed without following the rules of grammar. As a result, conventional grammar does not recognize them. But since there are several social and psychological reasons behind the creation of such sentences, such sentences can be accepted as variations. Because people naturally construct sentences according to the grammar found in their innate concepts. This type of alpha movement variation in sentences is created due to certain social and psychological reasons.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 49
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 412 - 419
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

১৯৫৭-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নোয়াম আব্রাহাম চমস্কির 'Syntactic Structurs' গ্রন্থটি প্রকাশের পর থেকে প্রথানুসারী ভাষাবিজ্ঞান এর পরবর্তী ভাষা বিশ্লেষণের এক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, 'Generative Linguistics' বা সঞ্জননী ভাষাবিজ্ঞানের ধারা দ্রুতবেগে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

সঞ্জননী ভাষাবিজ্ঞান অনুযায়ী, প্রত্যেক মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে, তার ধারনায় মাতৃভাষা সংক্রান্ত জ্ঞান আগে থেকেই থাকে। কথা বলার জন্য কোন মানুষকে আলাদা করে ব্যাকরণ শিখে তারপর কথা বলতে হয়না। একটি শিশু যখন প্রথম ভাষা শেখে, তখন সে প্রথমে বড়দের মুখের ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ, বাক্য শোনে ও তারপর তার অনুকরণ করতে করতে ভাষা শেখে। অর্থাৎ শব্দ শোনা, তার অর্থ অনুধাবন, সেটি গ্রহণ এবং বাক্যে যথাযথ স্থানে তার প্রয়োগ করতে পারা (শিশুর অসংলগ্ন কথাকে বাদ দিয়ে), সর্বোপরি একটি আদর্শ বাক্য ব্যবহার – এই সম্পূর্ণ বিষয়টি মস্তিষ্কের জটিল কলাকৌশলের বিষয়। এবং এই পুরো বিষয়টি আগে থেকেই programming করা থাকে।

সঞ্জননী ভাষাবিজ্ঞানের ধারায়, নোয়াম চমস্কি মানুষের মুখের ভাষা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সংগঠনবাদী বা গঠনবাদী ব্যাকরণের সীমাবদ্ধতা দেখালেন। বাক্যের বাহ্যিক গঠন বিশ্লেষণ সম্ভব হলেও একটি বাক্য কীভাবে বাক্য হয়ে ওঠে বা একটি বাক্য কীভাবে রচিত হয় সেই রহস্য সংগঠনবাদী বা গঠনবাদী ব্যাকরণে অনুদ্ঘাটিত। চমস্কি প্রবর্তিত Transformational- generative Grammar এর ক্রমবিবর্তনের পথে আমরা দেখতে পাই পুনর্গঠন-তত্ত্ব (Recurssive Rule) অনুসারে নির্দিষ্ট সংখ্যক শব্দভাণ্ডার দিয়ে অসংখ্য বাক্য সঞ্জনন এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক উপাদান নিয়ে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে ক্রমাগত সাজিয়ে একটি পরিকল্পিত ফ্রেম অবলম্বন করে ভাষার আন্বয়িক রূপটি প্রকাশ পায়। এটি শুরু হয় সূচনা অংশ start থেকে এবং শেষ হয় stop বা সমাপ্ত অংশে। চমস্কি একে নাম দিচ্ছেন 'Finate State Grammar'। চমস্কির ভাষায়, -m

> "Suppose that we have a machine that can be in any one of a finite number of different internal states, and suppose that this machine switches from one state to another by producing a certain symbol (let us say, an English word). One of these states is an initial state; another is a final state. Suppose that the machine beings in the initial state, runs through a sequence of states (producing a word with each transition), and ends in the final state. Then we call the sequence of words that has been produced a "sentence". [Chomsky: 1957: 19]

এর পরবর্তী সময়ে যেহেতু 'Finate State Grammar' দিয়ে অসংখ্য বাক্য সঞ্জনন সম্ভব হচ্ছিলা না বা সব ধরনের বাক্য এই সূত্র দ্বারা বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়ে উঠছিলনা সে জন্য চমস্কি PSR বা 'Phrase Structure Grammar'-এর কথা বলেন। যদিও পরবর্তীকালে 'Phrase Structure Grammar'-এর সীমাবদ্ধতার কথা মাথায় রেখে তিনি ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের 'Aspects of the Theory of Syntax' গ্রন্থে 'Transformational Grammar' বা TG-র কথা বললেন।

চমস্কি তাঁর তত্ত্বের এই ক্রমবিবর্তনের যাত্রাপথে Language Projection – এর ক্ষেত্রে ১৯৮১-র "Lectures on Government and Binding" গ্রন্থের P&P বা 'Principles & Parameter' তত্ত্ব অনুযায়ী 'Projection & Principle' সূত্রের মাধ্যমে দেখালেন কীভাবে স্তরে স্তরে, একাধিক ব্যাকরণের শর্ত (grammatical rules) দ্বারা আবদ্ধ হয়ে একটি বাক্য মুখের ভাষায় সঞ্জনিত হয়। অর্থাৎ D Structure থেকে S Structure -এ আসে এবং তারপর সেখান থেকে PF ও LF স্তরে গিয়ে পৌঁছায়। এই ব্যাকরণকেই বলা হচ্ছে Core Grammar। ব্যক্তির অন্তর্নিহিত এই Core Grammar -মধ্যে আমরা পাব বেশকিছু Principle যা বাক্য গঠনের মূল ভিত্তি। অর্থাৎ Lexicon, Syntax, Categorial Component, Transformational Component, PF-Component, LF-Component এবং এগুলিকে চালনা করার জন্য Parametere হিসাবে Bounding Theory, Government Theory, Theta theory, Binding Theory, Case Theory, Control Theory. Core Grammar -এর অন্তর্গত এই প্রিন্সিপল ও প্যারামিটার গুলি দ্বারাই গঠিত হয় একটি আদর্শ বাক্য। চমস্কির মতে Projection -এর সময় অর্থাৎ Lexicon থেকে শুরু করে D - Structure হয়ে সেখান থেকে আলফা মুভমেন্টের দ্বারা তৈরি হওয়া S - Structure এবং সেখান থেকে PF ও LF স্তরের প্রতিটি ক্ষেত্রেই Core

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 49
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 412 - 419
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

grammar -এর শর্ত গুলি মেনে চললে তবেই একটি বাক্য আদর্শ ও গ্রহণযোগ্য বাক্য হিসাবে মান্যতা পাবে। এই সূত্র গুলিকে না মানলে আমরা আর তাকে আদর্শ গঠন যুক্ত বাক্যের তালিকা ভুক্ত করতে পারব না।

এবার এই D - Structure থেকে বাক্য S - Structure -এ আসার সময়টি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ কেননা এই সময়ই হয় আলফা মুভমেন্ট। আলফা মুভমেন্ট বলতে বোঝায় যে কোন ধরণের পরিবর্তন। অর্থাৎ চমস্কির তত্ত্বের 1965 পর্যন্ত আমরা দেখে এসেছি D - Structure থেকে বাক্য S - Structure - এ বাক্য সঞ্জনিত হয় সংযোজন, বিলোপন, রূপান্তরন ও বিস্থাপন এই চার প্রকার সংবর্তনের দ্বারা। পরবর্তী কালে তিনি এই চার প্রকার সংবর্তন ছাড়াও আরও যে যে ধরণের পরিবর্তন একটি বাক্যের মধ্যে হতে পারে সেই সমস্ত পরিবর্তনের একটিই নামকরণ করছেন, আলফা মুভমেন্ট। আলফা মুভমেন্ট গুরুত্বপূর্ণ একারণেই যে, চমস্কির Projection Principle তত্ত্ব অনুযায়ী একটি বাক্য D - Structure থেকে S - Structure-এ আসার সময় তার মধ্যে যে কোন ধরণের আলফা মুভমেন্ট সম্পাদিত হলেও সেখানে প্রতিটি স্তরে Core Grammar -এর সমস্ত সূত্র গুলিকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে। যদি তা না হয় সেক্ষেত্রে তৈরি হবে আলফা মুভমেন্টগত বাধা এবং বাংলা বাক্যের যে আন্বয়িক গঠন অর্থাৎ কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া বা SOV প্যাটার্ন সেই গঠনটি হয়ে যাবে শিথিল।

কিন্তু এখানেই প্রশ্ন তৈরি হয় যে, মাতৃভাষার ব্যাকরণ সকল নেটিভ স্পিকারের মস্তিষ্কের মধ্যেই থাকে এবং সেই নিয়মকে মেনেই সে বাক্য রচনা করে। অর্থাৎ আদর্শ বাক্য গঠনের সময় সে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া গঠন মেনেই বাক্য রচনা করে থাকে ঠিকই কিন্তু বেশ কিছু ক্ষেত্রে এই নিয়ম লঙ্ঘনও করে। অর্থাৎ আলফা মুভমেন্টের সময় বেশ কিছু নিয়ম লঙ্ঘিত হয়। তার ফলে যে বাক্যগুলি তৈরি হয় সেগুলিকে কি আমরা বাংলা ভাষার বাক্যের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেব নাকি সেই ধরণের বাক্য গুলি আসলে কেন তৈরি হচ্ছে তার কারণ অনুসন্ধান করে সেগুলিকে আলফা মুভমেন্টের ফলে তৈরি হওয়া বাক্যের বৈচিত্র্য হিসাবে গ্রহণ করব?

আলফা মুভমেন্টের ফলে তৈরি হওয়া বাক্যের কারণ হিসাবে উঠে আসে বেশ কিছু সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণ। যেমন -

মস্তিষ্কের আঘাত, স্ট্রোক, বা স্নায়বিক কোন জটিলতার কারণে যদি মস্তিষ্কের কার্যকলাপ ব্যাহত হয় সেক্ষেত্রে দেখা যায় ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা বা Language Disorder। যার ফলে তৈরি হয় Expressive Language Disorder, Syntactic Disorder-এর মতো সমস্যা। এবং ফল স্বরূপ যথাযথ শব্দ প্রয়োগ করে ব্যাকরণের নিয়ম মেনে যাবতীয় চিন্তা ভাবনার প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ভাষা প্রয়োগই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। এ সমস্ত ক্ষেত্রে বাক্যের গঠন হয়ে যায় Telegraph Code এর মতো। David Mc Neill (১৯৭০), Brown ও Fraser (১৯৬৩) প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানী প্রথম এই ধরণের বাক্যকে চিহ্নিত করেন Telegraphic Speech হিসাবে। মূলত শিশুদের মধ্যে কথা বলার সময় অপ্রয়োজনীয় বোধে বাক্যের সহায়ক ক্রিয়া, বিভক্তি ইত্যাদি বাদ দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু অনেকসময় মস্তিষ্কের ভাষা এলাকা আঘাত প্রাপ্ত হলেও এই ধরণের সমস্যা তৈরি হতে পারে। এমনই কয়েকটি বাক্যের উদাহরণ -

- S-Structure = রং আঁকব।

  D-Structure = আমি রং দিয়ে ছবি আঁকব।

- S-Structure = ধান আসবে কাশী।

  D-Structure = কাশীনাথ ধান নিয়ে যেতে আসবে।

- S-Structure = নেই আজ শরীর।

  D-Structure = আজ শরীরটা ভাল নেই।

এই বাক্যগুলিতে বক্তার ধারণায় বা D -Structure -এ বাক্যের আদর্শ গঠনটি ঠিক আছে কিন্তু বাক্য প্রোজেক্ট করার সময় তার প্রতিবন্ধকতার কারণে বাক্যের মধ্যে আলফা মুভমেন্ট হচ্ছে। এবং সেখানে Core Grammar -এর

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 49
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 412 - 419
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

একাধিক সূত্র কাজ করছেনা। অর্থাৎ Bounding theory ও Binding Theory-র তত্ত্ব অনুযায়ী যেখানে কোন উপদান কার পরে বসবে সেটি নির্দিষ্ট হয়ে যায় সেখানে এই বাক্যগুলিতে উপাদানগুলির মধ্যে পারস্পরিক কোন সংঘবদ্ধতা নেই। এখানে উপাদান গুলিকে মুভমেন্ট করলেও একই ফল পাওয়া যাবে। যেমন -

S-Structure = ধান আসবে কাশী।
মুভমেন্ট ১ = আসবে ধান কাশী।
মুভমেন্ট ২ = আসবে কাশী ধান।
মুভমেন্ট ৩ = ধান কাশী আসবে।
মুভমেন্ট ৪ = কাশী ধান আসবে।

কোন ক্ষেত্রেই কোন অর্থ স্পষ্ট হবেনা। কিন্তু D -Structure -এ থাকা বাক্যটিকে যদি আমরা মুভমেন্ট করি সেক্ষেত্রে দেখব একাধিক Marked Sentence তৈরি হচ্ছে।

D -Structure = কাশীনাথ ধান নিয়ে যেতে আসবে।
মুভমেন্ট ১ = ধান কাশীনাথ নিয়ে যেতে আসবে। (N মুভমেন্ট)
মুভমেন্ট ২ = ধান নিয়ে কাশীনাথ যেতে আসবে। (N মুভমেন্ট, Marked)
মুভমেন্ট ৩ = ধান নিয়ে যেতে কাশীনাথ আসবে। (N মুভমেন্ট, Marked)
মুভমেন্ট ৪ = ধান নিয়ে যেতে আসবে কাশীনাথ। (N মুভমেন্ট, কাব্যিক)

অর্থাৎ D-Structure -এ থাকা বাক্যের প্রতিটি উপাদান এই Binding ও Bounding তত্ত্ব দ্বারা আবদ্ধ তাই উপাদানগুলি মুভমেন্ট সহ্য করতে না পেরে Marked sentence -এ পরিণত হচ্ছে। আবার থিটা তত্ত্বের জায়গা থেকে মুভমেন্টের ফলে অর্থ বোধগম্যতার স্তরেও বাধা তৈরি হচ্ছে কিন্তু S- Structure-এ আমরা যে বাক্য গুলিকে পাচ্ছি সেখানে কোন তত্ত্বই কাজ না করায় সেটি বাক্য পদবাচ্য হয়ে উঠছেনা। কিন্তু বক্তার প্রতিবন্ধকতাকে স্মরনে রেখে শ্রোতা যেহেতু তার Competence এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি দেখে বক্তার বক্তব্য অনুধাবন করে নিতে পারছেন তখনই একটি বাক্য তার যান্ত্রিক গঠন সর্বস্বতাকে অতিক্রম করে যাচ্ছে। এবং আলফা মুভমেন্টের ফলে তৈরি হওয়া বাক্যের বৈচিত্র্যের দৃষ্টান্ত তৈরি করছে।

এছাড়াও আমরা আরও বেশ কিছু ক্ষেত্রে মানুষের মুখের ভাষার স্বাভাবিক কথোপকথনে আলফা মুভমেন্টগত বৈচিত্র্যের দৃষ্টান্ত খুঁজে পাই। যেমন -

রোজকার অজস্র কথোপকথনের মধ্যে ইচ্ছাকৃত ভাবেই হোক কিংবা অসতর্ক অসচেতন মুহূর্তেই হোক সেখানে প্রায়শই অপ্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ এসে পরে। আর এই অপ্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গের উত্থাপনের সময় সেই সমস্ত বাক্যের মধ্যেই তৈরি হয় আলফা মুভমেন্টগত বৈচিত্র্য।

ইচ্ছাকৃত ভাবে অপ্রাসঙ্গিক কথোপকথনের অজস্র কারণ আছে। যেমন - মজা বা কৌতুকের কারণে, সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে, আলাপচারিতা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বার্থে, নিজেকে অন্যের কাছে গুরুত্বপূর্ণ প্রমান করার স্বার্থে, মূল প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়ার স্বার্থে, নিজের একাকিত্ব দূর করতে কিম্বা অনেক সময় মানসিক চাপ, অস্থিরতা, দুশ্চিন্তা কমাতে ইত্যাদি নানান কারণে অপ্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ কথোপকথনের মধ্যে এসে পড়ে। এবং প্রসঙ্গ থেকে যখনই কথোপকথন অপ্রাসঙ্গিকতার বৃত্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে তখনই দেখা যায় বাক্যের মধ্যে আলফা মুভমেন্টগত বৈচিত্র্য। ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রাপ্ত এমনি বেশ কিছু উদাহরণ -

- আলাপচারিতা, সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে কথোপকথন

প্রশ্নকর্তা – পরের গাড়ি আবার কখন?
উত্তরদাতা - সাড়ে তিনটে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 49
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 412 - 419
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রশ্নকর্তা - এদিকে প্রথম নাকি?
উত্তরদাতা – হ্যাঁ। কাজ ছিল।
প্রশ্নকর্তা – ও। তা কি করা হয় কি?
উত্তর - পড়াশোনা
প্রশ্নকর্তা – কি পড়?
উত্তর - চাকরির পরীক্ষার জন্য।
প্রশ্নকর্তা - আচ্ছা। তা ভালো। চেষ্টা চালিয়ে যাও। আজকাল দিনকাল বড় খারাপ পড়েছে। তা কোন চাকরির জন্য পড়ছ?
উত্তর - ব্যাঙ্ক, রেল, পুলিশ সব যা হয়।
উত্তর - ভালো। আমার ছেলে তো বিদেশে। সব তো আবার ডলার ওখানে। বিয়ে করল বিদিশি মেয়ে। আমাদের দেখা পচ্ছন্দ নয় মেয়ে বুঝলে। ফটর ফটর যা ইংরেজি বলে না নাতিটা। এখানে আসেনা ওই ভিডিও। আমরা বুড়ো বুড়ি একলা গেলেই হয়। তবে কে আগে সেটা নিয়েই চিন্তা। তা ক'জন তোমরা বাড়িতে?

এই দৃষ্টান্তটি দুই ব্যক্তির আলাপচারিতা শুরুর সময়ের কথোপকথন। যেখানে সময় অতিবাহিত করা একটি বড় বিষয়। সে কারণে প্রশ্নকর্তার কথোপকথনে যে প্রসঙ্গে আলাপচারিতা শুরু হয়েছিল সেখান থেকে অপ্রাসঙ্গিক বৃত্তে যে প্রবেশ করছে তা পূর্ববর্তী কথোপকথন থেকে স্পষ্ট। কিন্তু এই অপ্রাসঙ্গিক যে বিষয়টিতে তিনি প্রবেশ করেছেন সেখানে প্রশ্নকর্তার মধ্যে দুটি বিষয় কাজ করছে। প্রথমত, এদেশে ছেলেরা যখন চাকরির জন্য লড়াই করছে সেই সময় তার ছেলে বিদেশে থাকে এ বিষয়ে তার একটি প্রছন্ন গর্ব রয়েছে, ঠিক তার পাশাপাশি একাকিত্ব কাজ করছে। এই হতাশা – বিষণ্ণতা – একাকিত্ব - ভালোলাগা সবধরণের আবেগের মিশ্রণে তিনি যখন কথা বলছেন তখন তার কথোপকথনের বেশ কিছু বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আলফা মুভমেন্টগত বৈচিত্র্য। কখনও তিনি একটি বাক্য সম্পূর্ণ শেষ করছেননা, যেমন - 'এখানে আসেনা ওই ভিডিও' বাক্যটি হওয়া উচিত ছিল 'এখানে আসেনা ওই ভিডিও কলেই কথা হয়'। 'ভিডিও কলেই কথা হয়' এই অংশটি বিলোপিত হয়েছে। ফলত প্রথানুসারী ব্যাকরণের ধারণায় এটি একটি অসম্পূর্ণ বাক্য। কিন্তু জেনেরাটিভ ভাষাবিজ্ঞানে যেহেতু বাক্যের মধ্যে যে কোন ধরণের পরিবর্তনকেই আলফা মুভমেন্ট হিসেবে চিহ্নিত করা হয় সেহেতু এই ধরণের বাক্যগুলিকে আমরা আলফা মুভমেন্টের বৈচিত্র্য হিসাবেই গ্রহণ করব।

আকস্মিক ঘটে যাওয়া কোন বিষয় বর্ণনার ক্ষেত্রে দেখা যায় ঘটনার গুরুত্ব অনুযায়ী এবং সময় অনুযায়ী বাক্যের মধ্যে আলফা মুভমেন্টের বৈচিত্র্য তৈরি হচ্ছে। কোন ঘটনার ঠিক পরেই বক্তা যখন সেটি বর্ণনা করছেন, ঘটনার আকস্মিকতায় তখন একরকম আলফা মুভমেন্ট হয় আবার কিছুদিন পর যখন বর্ণনা করছেন তখন বাক্য বিন্যাস একরকম। যেমন -

একটি দুর্ঘটনার প্রতক্ষ্যদর্শীর তাৎক্ষনিক বক্তব্য -

- S – Structure - এ এ এ এ বাবা একটি মেয়ে কি হল যাহ ধর ধর ধর পোস্টারে মাথা ঝুলছিল গেটে ধাক্কা লাগল অল্প বয়স যাহ রে কার কোলের ছেলে খালি হল। ফাঁকা ট্রেন ক্যাশ ট্রেন তো জায়গা কত বসার গেটে ঝুলছিল ইস্কুলের জামা পড়া।

এই পুরো Discourse থেকে আমরা মোটামুটি ঘটনাটি বুঝতে পারছি। কিন্তু এখানে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি বাক্য Grammatically ill formed। অর্থাৎ ঘটনার আকস্মিকতার কারণেই এই বৈচিত্র্য তৈরি হয়েছে। কিন্তু এই আকস্মিকতা কাটিয়ে বক্তা যখন স্বাভাবিক ভাবে পরবর্তীকালে এই ঘটনা বর্ণনা করবেন তখন আর আলফা মুভমেন্টের এত বৈচিত্র্য তৈরি হতে দেখা যাচ্ছে না।

- S – Structure – আরে এই দুটোর ক্যাশ ট্রেনেই তো রেলে কাটা পড়েছে একটা ইস্কুলের মেয়ে। কার কোলের বাছা গো ফাঁকা ট্রেন তবু গেটের ধারে ঝুলতেছিল কত বসার জায়গা না বসবেনে কি আর বলি আজকাল কার সব মেয়ে। ইস্কুলের ডেস পড়া ছিল।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 49
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 412 - 419
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই ধরনের মুভমেন্টের আরও একটি দিক হল ঘটনাটি যার সঙ্গে ঘটছে বক্তার সঙ্গে তার সম্পর্ক অনুযায়ী আলাদা আলাদা মুভমেন্ট হতে দেখা যায়। চেনা জানা, স্বল্প পরিচিত, সদ্য আলাপ, পাড়ার লোক, আত্মীয় স্বজন, অথবা নিজের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আলাদা আলাদা মুভমেন্ট হতে দেখা যায়।

অনেকসময় ভীতি থেকে যে বাক্য প্রয়োগ হয় সেখানেও আলফা মুভমেন্টগত বৈচিত্র্য দেখা যায়। ভীতির দুটি দিক আছে। একটি সাময়িক এবং অন্যটি দীর্ঘমেয়াদী। সাময়িক ভীতির মধ্যে পড়ে, মঞ্চে উঠে অনেক দর্শক বা শ্রোতার সম্মুখে কিছু বলতে গিয়ে ভীতি কাজ করে। যার ফলে বলার বিষয় গুলি পারম্পর্য হারিয়ে আলফা মুভমেন্টে বৈচিত্র্য তৈরি করে। যেমন -

- উপস্থিত সবাইকে আমার আর কিছুক্ষনের মধ্যেই আমাদের অনুষ্ঠান হ্যাঁ হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ উপস্থিত সবাইকে আমার নমস্কার সবাই এখানে উপস্থিত হয়েছি আমরা আজ এক আমরা মহান উদ্দেশ্যে। সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করছি আজকের নমস্কার না আজকের অনুষ্ঠান হ্যাঁ।

আর ভীতির দীর্ঘ মেয়াদী প্রভাবের মধ্যে পড়ে, ইতস্তত করা, তোতলামি ইত্যাদি বিষয়গুলির উপর।

অন্য ভাষার প্রভাবেও এ ধরনের মুভমেন্টগত বৈচিত্র্য দেখা যায়। ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক, বিজ্ঞাপন, সোশ্যাল মিডিয়া, সামাজিক ক্ষমতা প্রদর্শন ইত্যাদি নানান কারণে L1 (মাতৃভাষা) চর্চাকে দূরে সরিয়ে L2 (ইংরেজি অথবা হিন্দি) ভাষার চর্চাকে অধিক গুরুত্বদানের কারণে এ ধরনের বৈচিত্র্য তৈরি হচ্ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইংরেজি অথবা হিন্দি ভাষার D- Structure অনুযায়ী বাংলা ভাষা প্রয়োগ করতে গিয়ে বিঘ্নিত হচ্ছে বাংলা ভাষার প্রকৃত আন্বয়িক গঠন। ইংরেজি অথবা হিন্দি থেকে হবহু অনুবাদ করে বাংলা ভাষা প্রয়োগের প্রবণতা থেকেই এ ধরনের মুভমেন্ট ঘটছে। যেমন-

- সকাল দিন দেখায়।
- আমি অবশ্যই পেরে উঠব কাজটি।
- তুমি ভাবতে পারবেনা কি বেশি (how much) হচ্ছিল বৃষ্টি আজ সকাল থেকে।
- ভাবতে পারবেনা এটা যে এই সকাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছিল।

যেখানে বাংলা বাক্যের স্বাভাবিক গঠনে ‘সকাল দিন দেখায়’ বাক্যটি হতে পারত, ‘সকাল দেখেই বোঝা যায় সারাদিন কেমন যাবে’ সেখানে ইংরেজি বাক্যের গঠন ‘Morning shows the day’- এর প্রভাবে বাক্যটির গঠন পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এর কারণ হিসাবে অনুমান এক্ষেত্রে বক্তার স্বল্প আয়াসে বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করতে চাওয়ার প্রবণতা তাকে দিয়ে হুবহু অনুবাদ করিয়ে নিয়ছে। আবার বেশ কিছু এমন উদাহরণ পাওয়া যাচ্ছে যেখানে বক্তার ধারণায় L1 এবং L2 এর D-Structure ওভারল্যাপ (overlap) করছে। বক্তা দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ছেন কোন উপাদানটি কোথায় ব্যবহার করবেন সে বিষয়ে। যেমন-

- এটা মাকে শক্তি করবে অনেক হ্যাপি দেবে।

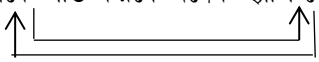

হিন্দি ভাষার প্রভাবেও আলফা মুভমেন্টগত বৈচিত্র্য তৈরি হয়। যেমন -

- বলতে কি আজ তুমি বরং না যাও।
- আভি না তুমি না যাও বাহার বহুত যাদা বারিষ হচ্ছে।
- তুমি এখন কোন কিছু না বলো বাদ্ মে দেখেঙ্গে।
- এরকমটা না কর তুমি মুঝে আচ্ছে নেহি লাগতে।
- আগে গল্প তোমাদের সঙ্গে এমনি আমার অনেক হবে।
- কেন কি আগে কি কেয়া মিলবে জানিনা তো ইসলিয়ে এখনই খাতে হবে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 49
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 412 - 419
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এখানে লক্ষ্যনীয় বাংলা বাক্যে 'না' ক্রিয়া সাধারনত বাক্যের শেষে বসে। যেমন - 'আজ তুমি যেও না' বা 'তুমি এখন কিছু বলো না'। কিন্তু হিন্দি বাক্যের আন্বয়িক গঠনের 'মাত্ যাও', 'মাত্ বোলো'-র প্রভাবে বাংলা বাক্যে 'না' সমাপিকা ক্রিয়ার আগে অবস্থান করছে।

আবার ফিরে আসি আমাদের উত্থিত প্রশ্নে। এই ধরনের বাক্যগুলিকে আমরা বৈচিত্র্য হিসাবে গ্রহন করব নাকি ব্যাকরণের নিয়ম মানছে না বলে বাদ দিয়ে দেব? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় মানুষ জীবন্ত ও সে সর্বদা পরিবর্তনশীল এবং তার ভাষাও জীবন্ত তাই মানুষের ভাষা কোন একটা নিয়ম মেনে যেমন চলবে তেমন নিয়মকে অতিক্রম করে চলতে চাইবে। এবং সেক্ষেত্রে সে একটি গঠন (Structure) কে মেনে যেমন বাক্য তৈরি করবে ঠিক তেমনি Structure কে অতিক্রমও করে যেতে চাইবে। আর একটি ভাষার উপর অন্য ভাষার প্রভাব বা এক ভাষার D-Structure -এর প্রভাব অন্য ভাষার D-Structure-কে প্রভাবিত করে ভাষার যে নতুন গঠনরূপ তৈরি করছে তাকে আমরা স্বীকৃতি না দিলেও তাকে আটকানোর বা এই প্রসেস (Process) বন্ধ করার কোন উপায় আমাদের কাছে নেই। স্রোতকে যেমন বাধা যায় না, বাধা দিলে আবদ্ধ জলে শ্যাওলা জমে মানুষের ভাষাকেও তেমনি কঠোর নিয়মের আগলে বাধতে গেলে তা কেবল প্রাচীনতাকেই আগলে বসে থাকবে তার মধ্যে প্রাচীনতার শ্যাওলা জমে যাবে। আর বাঁধ দিতে গেলে যেমন প্রাকৃতিক বিপর্যয় এলে হুড়মুড়িয়ে বাঁধ ভেঙে পড়ে, প্রবল জলোচ্ছ্বাসে সব ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায়। তখন যেমন নদী, বাঁধ কিংবা যাদের স্বার্থে বাঁধ সেসব কিছুই ভেবে দেখেনা তেমনি ভাষাকেও কঠোর নিয়মে বাধতে চাইলে একদিন হয়ত এই ভাষাও ভেসে যাবে। হারিয়ে যাবে। আর এই জায়গা থেকেই আমরা এই ধরণের বাক্য গুলিকে মান্যতা না দিলেও সেগুলিকে কেবল বৈচিত্র্য হিসাবেই রাখছি এবং সেগুলির পিছনের Social-Psychological কারণটিকে তুলে ধরছি। মানুষ জন্মসূত্রে প্রাপ্ত মাতৃভাষার এবং সেই সঙ্গে বৈশ্বিক ব্যাকরণের ধারণা থেকে সে যেমন আন্বয়িক নিয়ম মেনেই বাক্য তৈরি করবে অর্থাৎ মেনে চলবে তেমনি আবার কখনও Social এবং Psychological কারণবশত তা মেনে নাও চলতে পারে। এবং তার ফলেই তৈরি হবে বাক্যের আরও আলফা মুভমেন্টগত বৈচিত্র্য। আমরা শুধু চেষ্টা করতে পারি এই বৈচিত্র্যগুলিকে বৈচিত্র্য হিসাবে গ্রহন করতে।

Bibliography:

Bloomfield, L. Language, London: Allen and Unwin.
Chomsky, Noam. Aspects of the Theory of Syntax, Cambridge : MIT Press. 1965
Chomsky, Noam. Barriers, Cambridge : The MIT Press. 1986
Chomsky, Noam. Language and Mind. UK : Cambridge University Press
Chomsky, Noam. Lectures on Government and Binding, Holland : Foris Publications. 1984
Chomsky, Noam. Syntactic Strucrures Mouton : The Houge. 1957
Chomsky, Noam. The Minimalist Program, Cambridge: The MIT Press. 1995 , 2001
Cullicover, Peter W. Principles & Parameters. An Introduction to Syntactic Theory. Oxford: Oxford University Press.
D. Borsley, Robert. Syntactic Theory, A Unified Approach, London : New York
D. Steinberg, Danny. V. Natalia. An Introduction to Psycholinguistics. Taylor and Francis Books India Pvt. Ltd-Manohar. 2020
Edmonds, J.E. A Transformational Approach to English Syntax. New York: Academic Press.
Garman, Michael. Psycholinguistics Cambridge : Cambridge University press. 2000
Garnham, Alan. Psycholinguistics, London : Central Topics. Methuen & Co. Ltd. 1985
Granham, Alan. Psycholinguistics, London: Central Topics, Methueu & Co. Lt d. 1985
Greene Judith. Psycholinguistics, Britain: Penguin Books. 1972 , 1979
Greene, Judith. Psycholinguistics, Chomsky and Psychology, Britain : Penguin Books. 1979
Harris, Zelling. S. Structural Linguistics, Phoenix Books. Chicago & London: The University of Chicago Press. 1966

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 49
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 412 - 419
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Harris, Zelling. S. Structural Linguistics. Chicago & London: The University of Chicago Press. 1996
Horrocks, G. Generative Grammar, Longman. 1993 ,1987
Jespersen, Otto. Language Its Nature Development And Origin, New York : Henry Holt And Company. 1922
Loyns, John. Chomsky, 13th ed, Glasgow: William colins sons and co.Ltd. January 1981
Potter, Simeon. Our Language, Great Britain: Pelican Books. Penguin Books. 1979
Radford, A. Transformational Grammar, Cambridge University Press. 1988
Skinner, B.F. Verbal Behavior,William James Lectures Harvard University. Harvard University Press. 1948
আজাদ, হুমায়ুন. বাক্যতত্ত্ব, ঢাকা : বাংলা একাডেমী. ১৯৮৪
চক্রবর্তী, উদয়কুমার. চক্রবর্তী, নীলিমা. ভাষাচর্চা-ভাষাপ্রস্থান. শ্রীময়ী প্রকাশনী. জুলাই ২০২২
চক্রবর্তী, উদয়কুমার. নারীর ভাষা ও অন্যান্য প্রবন্ধ, কলকাতা : ইন্দাস পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স. ডিসেম্বর ২০০৬
চক্রবর্তী, উদয়কুমার. বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং. মে ২০১২।
চক্রবর্তী, উদয়কুমার. বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ, কলকাতা : এন. চক্রবর্তী আরবিন্দ পাবলিকেশন. ১৫ আগস্ট ১৯৯৮।
চক্রবর্তী, উদয়কুমার. চক্রবর্তী, নীলিমা. ভাষাবিজ্ঞান, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং. নভেম্বর ২০১৯।
চক্রবর্তী, নীলিমা. বাংলা ভাষা ও চমস্কির তত্ত্ব, কলকাতা : ইন্দাস পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স. নভেম্বর ২০০৬।
চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার. ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, একাদশ সংস্করণ. কলকাতা: রূপা পাবলিকেশন ইণ্ডিয়া লিমিটেড. এপ্রিল ২০২১
জানা, শুভেন্দু. সাগরদ্বীপে প্রচলিত ভাষা, কলকাতা: শ্রীময়ী প্রকাশনী. আগস্ট ২০১৮
ভট্টাচার্য, শিশির. সঞ্জননী ব্যাকরণ, ঢাকা: চারু প্রকাশনী. ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮
মজুমদার, পরেশচন্দ্র. বাংলা ভাষা পরিক্রমা (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং. এপ্রিল ২০১৯
মজুমদার, পরেশচন্দ্র. বাংলা ভাষা পরিক্রমা (প্রথম খণ্ড), কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং. এপ্রিল ২০১৯
মজুমদার, পরেশচন্দ্র. বাংলা ভাষা পরিক্রমা, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং. এপ্রিল ২০১৯
মফিজউদ্দীন. ভাষাবিজ্ঞানের পরিধি. কলকাতা: অভিযান পাবলিশার্স. জুলাই ২০১৪
মিশ্র, দিব্যাংশু. সাহিত্যতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব পরিভাষাকোষ, T/4, বিধান নগর, মেদিনীপুর. অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ. কলিকাতা পুস্তকমেলা. জানুয়ারি ২০০১
শ, রামেশ্বর. সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা : পুস্তক বিপনি. কলকাতা. ফেব্রুয়ারি ২০২০
সেন, সুকুমার. প্রবন্ধ সংকলন ১. কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স. ডিসেম্বর ২০১৪
সেন, সুকুমার. ভাষার ইতিবৃত্ত. কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স. আগস্ট ২০১৮